ভূমিকা

- **ভূমিকার উপবিভাগ সমূহ**

০	স্মরণীয় উদ্ধৃতি	১০	গবেষণার পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী
১	গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন ও সমস্যা (Statement of the Problem / Research question)	১১	গবেষণার পরিধি ও ব্যপ্তি
২	কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের উপর গবেষণা ?	১২	তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
৩	ইন্টারডিসিপ্লিনারি ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা ?	১৩	তথ্যসংগ্রহের সমস্যা
৪	গবেষণায় গ্রন্থসূচি ও গ্রন্থপঞ্জির গুরুত্ব	১৪	গবেষণার সীমাবদ্ধতা
৫	কেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপর গবেষণা ?	১৫	ভবিষ্যত গবেষণার সুযোগ
৬	গবেষণার বিষয় নির্বাচনের কারণ ও যুক্তি	১৬	হাইপোথিসিস বা প্রমানার্থ সত্যের অনুমান
৭	গবেষণার ভিত্তি ও সুযোগ	১৭	সুফলভোগী / ব্যবহারকারী
৮	অনুরূপ গবেষণাপত্র ও প্রকাশিত গ্রন্থাদির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা	১৮	অধ্যায় বিন্যাস ও গঠনপ্রণালী
৯	গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	১৯	বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল (Findings)
		২০	গবেষণাপত্র রচনায় সিদ্ধান্তগ্রহণ
		২১	উপসংহার

০ স্মরণীয় উদ্ধৃতি

" ১৯৪০-এর শরৎকালে জার্মান অধিকৃত ফ্রান্স থেকে পালাতে গিয়ে স্পেন সীমান্তে বাধা পেয়ে ভালটার বেনইয়ামিন (১৮৯২ - ১৯৪০) মাত্রাতিরিক্ত মরফিন সেবন করে আত্মহত্যা করেছিলেন, তার আগে এক চিরকুটে লিখে যান : " আমার পরিস্থিতি এমনই আশাশূন্য যে জীবনাবসান ঘটানো ছাড়া আমার উপায়ন্তর নেই "। তার মন্ত্রশিষ্যা হানা আরেন্ট (১৯০৬-১৯৭৫) অনুমান করেছেন, তাঁর বহুযত্নলালিত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ফ্যাসিস্টরা অধিকার করছে জেনেই বেনইয়ামিন এই পথ বেছে নেন : " তিনি তাঁর গ্রন্থাগার ছাড়া বাঁচবেন কী করে ? " জানিয়েছেন গ্রন্থপ্রেমী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। [১]

" . . . পুস্তকপ্রণয়ী লোকদের, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাঁদের বলে bibliophile তাঁদের মধ্যে অপর একটি বিশেষ প্রবৃত্তির পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়। Rare books অর্থাৎ দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহ করবার দিকে এঁদের একটা আন্তরিক ঝোঁক থাকে, এর ফলে এঁরা অনেক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন ও সযত্নে রক্ষা করেন যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের অগোচর। এই প্রবৃত্তির ফলে তাঁরা অনেক গ্রন্থ লৌকিক বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন – যাতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। " বলেছেন প্রমথ চৌধুরী। [২]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন " কালিদাস যে একসময় বর্তমান ছিলেন তাহা আমি অস্বীকার করিনা, কিন্তু আজ যদি আমি দৈবাৎ তাঁহার স্বহস্তে লিখিত মেঘদূত পুঁথিখানি পাই তবে তাঁহার অস্তিত্ব আমার পক্ষে কিরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া ওঠে। আমার কল্পনায় যেন তাঁহার স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করিতে পারি। "

উদ্ধৃতিগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আকর্ষণ ও গুরুত্ব নিয়ে গবেষণার মতো সরস বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অবস্থান ও ব্যবহারের পীঠস্থান হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার, যেখানে নিরন্তর চলে উচ্চশিক্ষা আর নানা বিষয়ের গবেষণামূলক কাজ। গ্রন্থাগারই পাঠক ও গবেষকদের কাছে গবেষণাগার। মনীষী কার্লাইল

বলেছেন " আ ট্রু ইউনিভার্সিটিস অফ দিস ডেজ ইজ আ কালেকশন অফ বুকস " – স্কুল কলেজে আমাদের শিক্ষার শুধু গোড়াপত্তনই হয়, সত্য তথ্যান্বেষণ মূলক প্রকৃত শিক্ষার সাধনা হয়ে থাকে গ্রন্থাগারে। [৩]

গ্রন্থাগারকে শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম করে তুলতে চাই গ্রন্থাগার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, বিন্যাস ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি। আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও বাঙালীর চিন্তন ও মননের স্বর্ণখনি। প্রাচ্যদেশের দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে উইলিয়াম জোনস্ বুঝেছিলেন যে, মানব জাতির ইতিহাস রচনা করতে হলে প্রাচ্য দেশগুলির সমৃদ্ধ অতীত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে। মানবজাতির ইতিহাস প্রাচ্যের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে লেখা সম্ভব নয়। প্রাচ্যের বানী জোনস্, ম্যাক্সমুলার প্রমূখেরা পশ্চিমের দেশগুলির কাছে পৌছে দিয়েছিলেন। প্রাচ্যদেশের রুগ্ন, জীর্ন, কর্মবিমুখ জনগনের অজানা ইতিহাস ইউরোপের পন্ডিতদের কাছে এক আশ্চর্য অতীত মেলে ধরেছিল। আত্মমহিমায় গৌরবান্বিত পাশ্চাত্যদেশের পন্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপকতা, ভারতীয় দর্শনের মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধি জোনস, ম্যাক্সমুলারদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে যেতে থাকা, কালের নিয়মে নষ্ট হতে থাকা অচেনা প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রচারের আলোয় আনা আজ খুবই জরুরী। এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও কলকাতা বিশেষজ্ঞ প্রয়াত বিনয় ঘোষের খেদোক্তি আজ নতুন করে ভাবতে শেখায়, যা তিনি লিখেছেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মতামতের খাতায়। " প্রাচীন, প্রায় শতবর্ষের গ্রন্থাগার বলে যতটা আশা ছিল মনে, যে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাব। তা অবশ্য পাইনি। শুনলাম বহু গ্রন্থ পত্রপত্রিকা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একই কথা আরো বহু জায়গায় শুনেছি। মনে হয়েছে কেন নষ্ট হয় ? স্থানীয় লোকজনের সহানুভূতি, রাষ্ট্রীয় সতর্ক দৃষ্টি থাকলে তা হবার কথা নয়। এটা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে এত বিত্তবান, নামডাকওয়ালা লোক প্রত্যেক স্থানে থাকা স্বত্ত্বেও প্রাচীন বই পুঁথিপত্র ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যায়। " [৪]

১ গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন ও সমস্যা (Statement of the Problem / Research question)

অজানাকে জানবার বা জানাবার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রাচীন কালের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানই গবেষকদের কাছে একমাত্র খোলা পথ। আমার গবেষণার বিষয় "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ : একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা ও সুবিন্যস্ত সূচী "। এই গবেষণায় উঠে আসা ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাশি থেকে কেউ করবেন ইতিহাস অনুসন্ধান, কেউ করবেন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও সূচিকরণ শিক্ষা, আবার কেউ গ্রন্থগুলি পড়ে, অনুধাবন করে সৃষ্টি করবেন নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা। গবেষণার প্রাথমিক অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভীড় করেছিল। কোনো কোনো প্রশ্ন কর্মরত জীবনে সহকর্মী বন্ধু, আগন্তুক বোদ্ধা পাঠক বা শিক্ষক মহাশয়রা জানিয়েছেন। কৈফিয়ৎ বা প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বলতে বাংলা ভাষায় কি বুঝি ? দুষ্প্রাপ্যতার বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি ?
২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কতগুলি ও কি কি ?
৩) কোন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহে ঊনবিংশ শতাব্দীর কতগুলি কোন কোন ভাষায় ও কি কি গ্রন্থ রয়েছে ?
৪) কোন কোন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলি কবে কবে ও কিভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দান হিসাবে এসেছে ?

৫) স্বনামধন্য এই সব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থদাতাগনের পরিচয় কি ও সমাজে তাদের অবদান কি ছিল ? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের কি ধরণের সম্পর্ক ছিল ?

৬) এইসব গ্রন্থপ্রেমী মণীষীগনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার কেমন ছিল ? কিভাবে কোথা থেকে তারা গ্রন্থসংগ্রহ করতেন ?

৭) পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে কোন কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা প্রতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার দান হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে ?

৮) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন বিষয়ের কতগুলি ও কি কি গ্রন্থ আছে ?

৯) ঊনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রণ ও প্রকাশন কেমন ছিল ? মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ স্থান কোথায় ছিল ?

১০) ঊনবিংশ শতাব্দীর দশটি দশকে কতগুলি করে ও কি কি গ্রন্থ রয়েছে ? কোন দশকে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ?

১১) ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলিতে কি কি গবেষণার উপাদান লুকিয়ে আছে ? এই সব গ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে কি কি নতুন নতুন গবেষণা ও জ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে ?

১২) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ প্রণালী ও সমস্যাগুলি কি কি ?

১৩) একটি মডেল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা বিভাগ গড়ে তুলতে কি কি লাগে ?

১৪) বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থের সূচি করার ক্ষেত্রে অথরিটি টেবিল ও সূচিকরণ সিদ্ধান্ত সারণী প্রস্তুত করব কিভাবে ? এই রকম আরও নানা প্রশ্ন।

আনন্দের বিষয় এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।

২ কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের উপর গবেষণা ?

উনিশ শতকের বাংলা ছিল একদিকে সৃজনশীলতার বিস্ফোরণ, অন্যদিকে নবজাগরণ বা নবনির্মাণের যুগ যে ধারা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। অপরপক্ষে -

ক) ঊনবিংশ শতাব্দী হল প্রকাশনার যুগ। ঐতিহাসিক ও কলকাতা বিশেষজ্ঞ বিনয় ঘোষ-এর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায়, বাংলার নবজাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ছাপাখানাও তাঁদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতি সংগ্রামকে (রেঁনেশা) তাই মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সংগ্রাম বলা যায়। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন শিক্ষা-ধর্ম-সংস্কৃতির অবসানের পর ক্ল্যাসিকাল জ্ঞান ও কাব্যকলার পুনরাবিস্কারের সাথে সাথে মনুষ্যজীবন সম্পর্কে নতুন আশা, ভাবনা, কৌতুহলের প্রকাশ ঘটেছিল। ধর্মজীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন চেতনাবোধ ও ভাবনা জন্মলাভ করেছিল। কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত বাংলার পরিচয়, সংঘর্ষ ও মিলনের ফলেই বাংলার তথাকথিত রেঁণেসাস ঘটেছিল। তাই গুরুত্বের বিচারে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি অনন্য।

খ) বাংলার নবজাগরণের মণীষীদের জ্ঞান ও প্রকাশনা ১৮০০ খ্রি. থেকে ১৯০০ খ্রি পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। যেগুলি থেকে আমরা বঙ্গের সমাজ-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা-চিন্তা ও চৈতন্যের নতুন নতুন রূপ খুঁজে পাই।

গ) ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের উপর গবেষকদের দুর্নিবার আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও মোহ অপরিসীম।

মানুষ তার আবিষ্কার আর বিচারযুক্তিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে চায়। অতীতের নানা ভাঙাগড়া ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এক উজ্জ্বল আদর্শের সন্ধান করবার প্রবৃত্তিও

তার জন্মগত। এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থের রাশি তুলে ধরা যা এতকাল বিস্মৃতির আড়ালে, অন্ধকারে, অনাদরে অবহেলিত ছিল।

ঘ) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ৬ টি, অষ্টাদশ শতাব্দীর ২০০ – ৩০০ টির মত গ্রন্থ রয়েছে। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেও এই শতাব্দীর সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং নমুনার পরিমান (Sample) বেশি হবার কারণে এই শতাব্দীর উপর গবেষণা।

৩ ইন্টারডিসিপ্লিনারি ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা ?

বর্তমানকালে গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল বিষয়গুলির উপর আন্তর্বিষয় সম্পর্কীত (Interdisciplinary) ও বহু বিষয় সম্পর্কীত (Multidisciplinary) ক্ষেত্র ও পরিধি নিয়ে গবেষণা ক্রমবর্ধমান। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের নানা ফ্যাসেট নিয়ে বিবরণাত্মক গবেষণার (Descriptive Research) জন্য সমীক্ষামূলক গবেষণার (Survey Research) গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হদিশ ও ব্যবহার। এই গবেষণার বিভিন্ন আন্তর্বিষয় সম্পর্কীত ফ্যাসেটগুলি হল : ক) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণ, সূচিকরণ ও পঞ্জিকরণ খ) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রাহক ও দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহকরার কলাকৌশল (Art & Technique) ও তাদের জীবনচরিত বর্ণন গ) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও তাদের সংগ্রহে থাকা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পরিমান, ইত্যাদি। বহু বিষয় সম্পর্কীত ফ্যাসেটগুলি হল প্রধানত কম্পিউটার ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে ডিজিটাইজশন প্রক্রিয়া ও প্রকৌশলে ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরী ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্যপরিষেবা। এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বহুবিষয় সম্পর্কীত ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষ অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করে গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪ গবেষণায় গ্রন্থসূচি ও গ্রন্থপঞ্জির গুরুত্ব

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য গ্রন্থসূচি, গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থাগার ডাটাবেসের প্রয়োজন ও তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে বহু রকম চর্চ্চা ও গবেষণা হচ্ছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশন (ইউ.জি.সি.), ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ও দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রোজেক্টের অধীনে এ নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার সংখ্যাও লক্ষণীয়। তাছাড়া ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, ব্রিটিশ ন্যাশানাল বিব্লিওগ্রাফি বা বিভিন্ন দেশের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির গুরুত্ব কারো অজানা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন বিষয় ও রচনা কোন কোন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা বর্তমান গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। উল্লেখিত আখ্যায় আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনো পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। অপরপক্ষে, গ্রন্থপঞ্জির বিবরণ থেকে কোন্ গ্রন্থ কোন্ গ্রন্থাগারের কোন্ বিভাগে পাওয়া যাবে তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়না কিন্তু গ্রন্থসূচিতে প্রদত্ত বর্গিকরণ সংখ্যা ও অবস্থান (Location) থাকার ফলে গ্রন্থগুলির সঠিক অবস্থান জানা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে সূচিকরণ ও গ্রন্থপঞ্জি বিভাগগুলির কর্মধারা এতই মন্থর যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচি, তালিকা, সেগুলির সুষ্ঠ সংরক্ষণ, কতগুলি ও কি কি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ রয়েছে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংগ্রহ করার কাহিনী, দাতাদের বিবরণ ও জীবনী, গ্রন্থদাতাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি কেমন ছিল, কেমন করে তিনি তার প্রিয় গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতেন, কোন কোন ভাষার কোন কোন গ্রন্থ পড়তেন এসব কথা সামগ্রিকভাবে জানা সম্ভব হয়

না। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশন সহ বিভিন্ন গ্রান্ট ও ফান্ডের টাকা থেকে কেনা নতুন নতুন পাঠ্য পুস্তক ক্রয় ও প্রকৃয়াকরণের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির এত ঝোঁক ও চাপ থাকে যে দান হিসাবে পাওয়া দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহগুলির সুষ্ঠভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে অনুলয় পরিষেবা দেওয়ার কাজটাই হয়ে ওঠে না। এককথায় বিষয়টি অবহেলিত। বিষয়টির উপর গবেষণা করার গুরুত্ব এখানেই।

৫ কেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপর গবেষণা ?

এই গবেষণায় দুটি স্বীকার্য বিষয় ধরা হয়েছে। প্রথম স্বীকার্য – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে। দ্বিতীয় স্বীকার্যটি হল এই গ্রন্থগুলির দাতাগন খুবই স্বনামধন্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির গ্রাফ রেখাকে ২৫ বছর করে করে ভাগ করলে দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিস্ময়কর উত্থান ঘটেছে বা বর্তমানে ঘটে চলেছে তার সবটাই দাঁড়িয়ে আছে তার গোড়ার ইতিহাসে উপর। আজ ভারতবর্ষের পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। পেয়েছে ইউ জি সি-এর 'সেন্টার ফর এক্সেলেন্স' পুরস্কার। ২০০৮ খ্রি. ৪ এর মধ্যে ৩.৬১ পয়েন্ট পেয়ে ন্যাক-এর 'এ গ্রেড' পুরস্কারে ভুষিত। ২৪. ০৯. ২০১৪ খ্রি. থেকে পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য ৪ এর মধ্যে ৩.৬৮ পয়েন্ট পেয়ে 'এ গ্রেড' স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০১২ সালের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা (সল্টলেক ক্যাম্পাস ও সকল বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলো মিলে) - প্রায় ৬, ৪১, ৫৯৫ টি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইটগুলি ঘেঁটে জানা যায় যে - গ্রন্থাগার সম্পদের বিচারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার। লেনদেন বিভাগ ও পাঠকক্ষ গুলির হিসাব অনুযায়ী দৈনন্দিন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যাটাও তিন অংকে। ১৯৫৭ খ্রি. থেকে মূল্যবান, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ করতে করতে সংখ্যাটা এখন ৪০, ০০০ ছাড়িয়ে গেছে। শুধু দান করা গ্রন্থসংগ্রহের তালিকায় চোখ রাখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। ঋষি অরবিন্দ, সাহিত্যিক হীরেন্দ্রনাথ-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমাজ-অর্থনীতিবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ধুর্জটিপ্রসাদ মুখার্জী, সাহিত্যিক জ্যোতির্ময়ী দেবী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সহ কাশিমবাজার রাজ বাড়ী, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার নেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ? অনুসন্ধান করে জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী, গ্রন্থাগারিকরা নিজ প্রচেষ্টাটায় ঐসব গ্রন্থসংগ্রহগুলি নিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া এইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ছিল খুব ঘনিষ্ট। কবি বলেছেন, কারা তৈরী করেছে ব্যাবিলন, পিরামিড ? কোন শ্রমিকেরা ? এভাবেই এগোয় সভ্যতা – সংস্কৃতি। এই সমস্ত স্থপতিদের জীবনালেখ্য রচনা করে সম্মান জানানোই এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শতবর্ষ প্রাচীন এই গ্রন্থাগারের পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসম্ভার দীর্ঘকালীন অযত্নে এতটাই হতশ্রী ও ক্ষতিগ্রস্ত, যে সঠিক তথ্যের জন্য একাধিকক্রমে বেশ কিছুদিন ধুলো উড়িয়েও সব সম্ভারকে পরিচিতি করানো সম্ভব হচ্ছে না। উনিশ শতক ও তার পূর্ববর্তী ও অব্যবহিত পরবর্তী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহের কোন নির্ভরযোগ্য সুচি বা তালিকা নেই। কিছু কিছু গ্রন্থের কার্ড ক্যাটালগ করা হয়েছিল আশির দশকে। খুঁজে খুঁজে হদিশ মিলেছে দুষ্প্রাপ্য বটতলার গ্রন্থ, পুরানো পঞ্জিকা, অলঙ্কৃত গ্রন্থ, চিত্রকলা, মানচিত্র ইত্যাদির। বঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও উচ্চশিক্ষার এহেন ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকারসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের মূল্যায়নের মাধ্যমে মণিমুক্তো, হীরাপান্না খুঁজে বার করে নতুন জ্ঞান ও তত্ত্ব সৃষ্টির উদ্যেশ্যে প্রকৃত উৎসাহী পাঠক, গবেষকদের কাছে তুলে ধরার ঐকান্তিক ব্রত নিয়ে এই গবেষণার প্রয়াস। যোগাযোগ ও ভৌগলিক অবস্থান বিচারে যা. বি. কলকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে। আর গ্রন্থাগার ব্যবহারের সহজলভ্যতার কথা মাথায় রেখে আর বাকি বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারগুলি যে এক একটি স্বর্ণখনি তা একঝলকে যাদবপুরকে দিয়ে প্রমান করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৬ গবেষণার বিষয় নির্বাচনের কারণ ও যুক্তি

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চনীতির উপযোগিতা – গ্রন্থাগার সেবার আদর্শ হিসাবে রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতি সব দেশের গ্রন্থাগার মহলে একটি স্বীকৃত নীতির মর্যাদা পেয়েছে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কেন এবং কিভাবে কাজ করলে গ্রন্থাগার পরিষেবা সমাজের সব শ্রেনীর মানুষের প্রয়োজনে লাগবে এবং উন্নততর সমাজ গড়ে তোলা যাবে তার উপায় পঞ্চনীতির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। আমার গবেষণার বিষয় হল " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ : একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা ও সুবিন্যস্ত সূচি " যা গ্রহণ করা হয়েছে পঞ্চনীতির আহ্বান, বিশেষ করে তৃতীয় নীতি " প্রতিটি গ্রন্থ / তথ্য পাঠকের কাছে তুলে ধরতে হবে " এই মর্মকথার উত্তর দানে। প্রথম তিনটি নীতির মুখ্য উদ্দেশ্যই হল গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থ ও তথ্যের পূর্ণ ব্যবহার এবং সেগুলি বেশী সংখ্যক ব্যবহারকারীর নজরে আনা। চতুর্থ নীতির বক্তব্য যত কম সময়ে ব্যবহারকারীর কাছে গ্রন্থ / তথ্য প্রদান করা যায় তার ব্যবস্থা করা। আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে এমন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি পাঠকদের নজরে আনা। আমার লক্ষ্য হল একজন পাঠক ও গ্রন্থের মধ্যে অনুঘটকের কাজ করা। গ্রন্থসূচি ও গ্রন্থপঞ্জি গ্রন্থ ও তথ্যের ব্যবহার বাড়াতে সাহায্য করে। একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থপঞ্জি বা গ্রন্থসূচির সাহায্য ব্যতীত অনুলয় সেবা কর্মীরা গ্রন্থ / তথ্য পিপাসু পাঠকবর্গকে সঠিক তথ্যের সন্ধান দিতে পারে না।

৭ গবেষণার ভিত্তি ও সুযোগ

কোনো গবেষণাই হঠাৎ করে হয় না। নিরন্তর অনুসন্ধান, কর্মপ্রচেষ্টা ও ভাবনার সঙ্গে সুযোগের মেলবন্ধন হলে তবেই কোনো একটি গবেষণা কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হতে পারে। ২০০৩ খ্রি. জুলাই মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ও ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে চাকরিতে যখন যোগদান করি, ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে 'লিবসিস' নামে লাইব্রেরি সফটওয়ারে ডাটাবেস করার দায়িত্ব আসে আমার উপর। তখন প্রায়শই শুনতে হত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে "মাইন্স অফ রেয়ার ইনফরমেশন" কিন্তু কি সেই মাইন্স ? কোথায় পাব তারে ? মাত্র ১৫টি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহের একটি দুই পাতার টাইপ করা ও হাতে লেখা তালিকা পাই। না ছিল গ্রন্থদাতাদের কোনো জীবনী কিংবা সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের আলাদা আলাদা পরিচয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি কবে এসেছে, কিভাবে এসেছে, কারা আনতে গিয়েছিল সেই সব দুর্লভ গ্রন্থ, কারাই বা দান করল, বাকী গ্রন্থগুলি কোথা গেল – এসব আলো আঁধারি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাকরি জীবনের নতুন উদ্যম আর দশটা পাঁচটার বাইরে গ্রন্থদাতাদের সম্পর্কে জানতেন যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিকরা, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঠিকানা নিয়ে একের পর এক ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রাহকদের বাড়ি গিয়ে জমিয়ে তুলি এক বিশাল অজানা তথ্যের ফাইল। এভাবেই শুরু হয়েছিল গোড়াপত্তনের কাজ।

৮ অনুরূপ গবেষণাপত্র ও প্রকাশিত গ্রন্থাদি অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ " বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের গবেষণা তালিকা দেখা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও অতীতে হওয়া গবেষণা তালিকা, বিবলিওগ্রাফি অফ ডক্টরাল ডিসার্টেশন, ইউ জি সি-ইনফ্লিবনেট-র সোধগঙ্গা ডিজিটাল গবেষণা আর্কাইভ (sodhganga.inflibnet.ac.in) ইত্যাদিতে অনুসন্ধান করেছি। খোঁজ করেছি গ্রন্থাগার ও তথ্য

বিজ্ঞানের দুটি ওয়েব ফোরামে, যথা এল আই এস ফোরাম ও এল আই এস লিঙ্ক। অনুসন্ধান করেছি এই বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাও। শ্রী কুণাল সিংহ, শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায় যে কাজটি করেছেন তা হল, পঃ বঙ্গের কিছু সাধারণ গ্রন্থাগার পরিক্রমা করে নির্বাচিত আকারে কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত তালিকা সংকলন। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বেশ কিছু গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সহ গ্রন্থের বিষয়গুলির সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, মূল্যায়ন, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি। অবিভক্তবঙ্গের ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের ইতিহাস, মুদ্রণ, অলঙ্করণ, গ্রন্থচিত্রণ, ছাপাখানার গোড়ার ইতিহাস, প্রচ্ছদ, বুকলেট ও আখ্যাপত্র নিয়ে কাজ করেছেন শ্রীপান্থ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্রীশ বিশ্বাস, গৌতম ভদ্র, শুভেন্দু দাশমুন্সি, দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়, অসিত পাল প্রমুখেরা। সম্প্রতি ২০১২ খ্রি. শ্রী সনৎ ভট্টাচার্য "বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ : বিষয় বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপাদান" আখ্যায় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ২৪৬ টি গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগার নিয়ে সামগ্রিকভাবে কাজ এখনও পর্যন্ত কোন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তো নয়ই। তাই সচেতনভাবে বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে।

৯ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ক) এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের নজরে আনা। সঙ্গতভাবে আমার গবেষণায় দেখাতে চেয়েছি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির (৩৫৫২ টি) বিষয় বিশ্লেষণ করে বিষয়টির গভীরতা। পুনরায় গবেষণার কাজে গ্রন্থগুলির গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি মানবিকবিদ্যার উপর আধুনিক নব্য গবেষণার সুযোগ যেমন, মানবীবিদ্যার গবেষণা (Women Studies), বিজ্ঞান ও কারিগরি ইতিহাসের গবেষণা, শিক্ষার ইতিহাসের গবেষণা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ক্রীড়ার ইতিহাস ইত্যাদির উপর বিশ্লেষণ তথা গবেষণার লক্ষ্যে বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী গবেষকরা ভবিষতে কি ধরণের গবেষণা করবেন বা তাদের নেওয়া গবেষণার উপাদান সংগ্রহের জন্য এই গবেষণায় উঠে আসা গ্রন্থগুলি দেখে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

খ) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপ্রেমীদের জীবনচরিত, গ্রন্থসংগ্রহের আর্ট, গ্রন্থসংগ্রহ পদ্ধতি, জ্ঞান আহরণের ব্যপ্তি জানানোই এই গবেষণার লক্ষ্য। একই গ্রন্থ কোন কোন গ্রন্থপ্রেমী সংগ্রহ করেছেন, পড়েছেন তার পরিসংখ্যান খুঁজে বার করা। এই সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি গ্রন্থপ্রেমীদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্য ও বিভিন্ন রচনা সৃষ্টিতে কোনো প্রভাব ফেলেছিল কিনা তা অনুধাবন করা।

গ) ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি শনাক্তকরণ ও উৎস অনুসন্ধান করা।

ঘ) উক্ত গ্রন্থগুলিকে নির্ভর করে গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা বিচার বিশ্লেষণ করা, গবেষণার উপাদান খুঁজে বার করা ও ভবিষ্যতে কি কি ধরণের গবেষণা হতে পারে তা নির্ধারণ করা।

ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলির বিষয়, প্রকাশকাল ও ভাষাগত পরিসংখ্যানের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

চ) মাতৃভাষায় তত্ত্বগতভাবে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংজ্ঞা, প্রকৃতি নির্ধারণ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ, সংরক্ষণ ও বর্তমান বৈদ্যুতিন যুগে ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ সহ ওয়েবসাইট ও ডাটাবেসের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের মডেল তুলে ধরা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ছ) মানবিকবিদ্যা চর্চ্চা তথা বাংলা ভাষা, সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন তাদের অনেক কৌতুহল, প্রয়োজন ও অনেক প্রশ্নের সমাধান করতে সক্ষম হবে এই গবেষণা।

জ) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচি প্রস্তুত করলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি যৌথসূচি (Union Catalogue) ও কেন্দ্রীয় ডাটাবেস তৈরী করা সম্ভব হবে।

ঝ) দীর্ঘকালীন ঐ বিভাগে কাজ করার সুবাদে ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকদের উৎসাহে সংগ্রহগুলিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই সন্দর্ভে গ্রন্থসংখ্যা, বিষয়, ভাষা, সময়কাল প্রায় কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। কারণ এই কাজ ভবিষ্যতে মুদ্রিত হলে আরও বেশি ব্যবহৃত হবে।

ঞ) সর্বোপরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগারের গোড়ার ইতিহাস আমাদের অজানা। অনালোচিত, বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাওয়া গ্রন্থাগারের শুরুর দিকের ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে এই গবেষণা।

১০ গবেষণার পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী

সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটিকে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যথা –

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি থেকে খুঁজে খুঁজে উনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে বর্গে বর্গে বিন্যস্ত করে (সার্ব দশমিক বর্গীকরণ নিয়মানুসারে) সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এমন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি বেছে বেছে নির্বাচন করে গ্রন্থমঞ্চে গিয়ে সূচি ও ডাটাবেস মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রন্থসূচিটি সম্পূর্ন করা হয়েছে।

খ) গবেষণার আখ্যার বিভিন্ন দিক থেকে উঠে আসা বিভিন্ন ফ্যাসেট বা দিকগুলি জানার জন্য সাহায্যকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য উৎস যথা, গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট-এর তথ্য ইত্যাদি অনুসন্ধান করা ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে এ সম্পর্কে কি তথ্য রয়েছে বা তারা এ সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করছেন তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ) ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থ সংগ্রহের তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ও নিকট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকরে প্রশ্নভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘ) একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী স্থির করে প্রখ্যাত প্রখ্যাত বিষয় বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের জন্য সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১ গবেষণার পরিধি ও ব্যপ্তি

- **স্থান ও ক্ষেত্র** – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থসংগ্রহের উপর গবেষণা।
- **কাল** – ঊনবিংশ শতাব্দীতে (১৮০০ - ১৮৯৯) মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের ঊপর গবেষণা।
- **ভাষা** – বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের ঊপর গবেষণা। তবে সাধ্যমত সংস্কৃত ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলিকে সূচিকরণের আওতায় আনা হয়েছে।
- **সূচিকরণের ও বর্গিকরণ মানক** – সমগ্র পৃথিবীর গ্রন্থাগারগুলির সূচিকরণের মানক যেহেত এ এ সি আর ২ আর এবং পাঠক গবেষকগণ গ্রন্থাগারে ঐভাবে গ্রন্থ খুঁজতে অভ্যস্ত তাই সর্বজনগ্রাহ্য মানক দিয়ে সূচিকরণ কাজ করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্গিকরণ স্কিম যেহেতু সার্ব দশমিক বর্গিকরণ তাই গ্রন্থাগারে গিয়ে বা ওয়েবপ্যাক থেকে সহজে তথ্য সনাক্তকরণ ও উদ্ধারের জন্য ঐ প্রকল্প মতে বর্গিকরণ করা হয়েছে। তবে গ্রন্থাগার

বর্গিকরণের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ছড়িয়ে পড়া গ্রন্থগুলিকে একই বিভাগের অধীনে আনার জন্য সঠিক বর্গিকরণ করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।

- **নথি** - জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রন্থদাতার গ্রন্থসংগ্রহে কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতকের গ্রন্থ পাওয়া গেছে, সেই সকল গ্রন্থপ্রেমীদের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী রচনা করা হয়েছে।

১২ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি থেকে খুঁজে খুঁজে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে বর্গে বর্গে বিন্যস্ত করে (সার্বদশমিক স্কীম অনুযায়ী) এ. এ. সি. আর. ২ আর সংহিতা অনুসারে সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে। সূচি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে কার্ডে লিখে নিয়ে পরে কম্পিউটারে এনট্রি করা হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর সাহায্যে বিষয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আহরিত তথ্যগুলি বিভিন্ন ভাগে উপবিভাগে বিভক্ত করে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এমন উপাত্তগুলি (Data) সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৩ তথ্যসংগ্রহের সমস্যা

ইতিহাস বিমুখ জাতির তকমা যে জাতির গায়ে লেগে আছে, গবেষণা কাজ কেন, যে কোনো ধরণের কাজের তথ্য সংগ্রহে সমস্যা ত হবেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমহান ইতিহাস রচনা তো দুরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখনো পর্যন্ত লেখা হয়নি। আর যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে, লিখে না রাখার ফলে গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহে প্রতি পদে হোঁচট খেতে হয়েছে। যে সমস্ত মানুষজন গ্রন্থসংগ্রহগুলি সম্পর্কে জানতেন তাঁদের অধিকাংশজনই পরলোকগমন করায় তথ্য সংগ্রহে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র না থাকায় সূচিকরণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জি, ও সি এল সি –র ওয়াল্ড ক্যাটালগ, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস অনলাইন ক্যাটালগ ইত্যাদি দেখে অনেক সমস্যার সমাধান করা গেছে।

১৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

পরবর্তীকালে এই বিষয় সম্পর্কীত গবেষণা করার জন্য যে সকল ক্ষেত্রগুলি অনালোচিত থাকল সেগুলি হল - এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত, জার্মানি, ফরাসি, ইতালিয় ভাষার গ্রন্থগুলির উপর গবেষণা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার রচনার উপর গবেষণা। প্রতিটি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ (Abstract) তৈরী করা ইত্যাদি।

১৫ ভবিষ্যত গবেষণার সুযোগ

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলির নিরসনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি ঘেঁটে অন্যান্য গবেষণাগুলি যা ভবিষ্যতে করা যেতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১) অষ্টাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত (যেগুলি দুষ্প্রাপ্য হিসাবে বিবেচিত হবে) প্রকাশিত ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত, জার্মানি, ফরাসি, ইতালিয়, ভাষার গ্রন্থের উপর গবেষণা। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের মনাস্ট্রি, প্যাগোডা, মন্দিরগুলিতে রয়েছে লামা ও বৌদ্ধধর্মের বহু ধর্মগ্রন্থ ও চিরায়ত সাহিত্য বা ক্লাসিক। রয়েছে হিন্দি, উর্দু, আরবি ও সাঁওতালি প্রভৃতি ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের এই সব গ্রন্থাদির উপর গবেষণা হওয়া দরকার।

২) আমার গবেষণায় উঠে আসা প্রতিটি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ (Abstract) তৈরী করা (প্রতি গ্রন্থের অন্তত ১০-২০ লাইন) বাকি রয়ে গেল। এই গবেষণায় এটি করা সম্ভব ছিল না কারণ এমনিতেই এর কলেবর ৭০০ পাতার অধিক হয়েছে। এর উপর আবার প্রতিটি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ যোগ হলে মোট ৩৫৫২ টি গ্রন্থের জন্য কমপক্ষে ১৭৭৫ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পেত (প্রতি গ্রন্থের জন্য অর্ধ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ১ পৃষ্ঠায় ২ টি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ)। যদিও জানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ খুবই মুড়েমুড়ে ভঙুর হয়, বার বার ব্যবহার করতে করতে অমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি আর ব্যবহার যোগ্য থাকে না, তাই প্রাথমিক ভাবে গবেষকদের এই সারসংক্ষেপ সম্বলিত পুস্তকাকৃতি সূচি দেখানো ও ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। তাছাড়া উৎসাহী গবেষকগণ একনজরে এই সারসংক্ষেপ দেখে চটজলদি নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারবে এবং সহজেই কাঙ্খিত তথ্য খুঁজে পাবে।

৩) ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার রচনার উপর গবেষণা, ইত্যাদি।

১৬ হাইপোথিসিস বা প্রমানার্থ সত্যের অনুমান

যেহেতু এই গবেষণা সমীক্ষামূলক (সার্ভে রিসার্চ ও বাস্তব তথ্যমূলক অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং স্টাডি) তাই বিজ্ঞান গবেষণার মত এই সব ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এককথায় এই ধরণের বিষয়ের কোনো হাইপোথিসিস হয় না। সমীক্ষামূলক গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয় খুঁজে পাওয়া সমস্যাগুলির সমাধান ও প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়ন (সাজেশান ও রেকমেন্ডেশন)। আমার এই গবেষণায় তাই করা হয়েছে।

১৭ সুফলভোগী / ব্যবহারকারী

মানবিকবিদ্যার গবেষক, এম. ফিল- এর ছাত্রছাত্রী, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের গ্রন্থাগারিক ও কর্তৃপক্ষ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অজানাকে জানার জন্য আজীবন জ্ঞানপিপাসু পাঠক বা গ্রন্থপ্রেমী।

১৮ অধ্যায় বিন্যাস ও গঠনপ্রণালী

৮টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত সমগ্র গবেষণাপত্রটি ৪ টি অংশে তুলে ধরা হয়েছে। **প্রথম অংশ** - অনুসন্ধান, বিষয় বিবরণ ও সমীক্ষা ; **দ্বিতীয় অংশ** - বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা ; **তৃতীয় অংশ** - গবেষণার ফলাফল এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগের উন্নয়নের প্রস্তাব ও সুপারিশ ও **চতুর্থ অংশ** - " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসূচি "। আলোচিত অধ্যায়গুলির মর্মকথা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল -

প্রথম অধ্যায় " দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্য উৎসাদির অনুসন্ধান, প্রকাশনা সমীক্ষা ও বিষয় বিশ্লেষণ " - এ বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা রচনা, ডিসার্টেশন, ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, আলোচনা সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ থেকে আহরিত জ্ঞান, ইত্যাদি সমীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যা গবেষণার পরিভাষায় ' রিভিউ অফ লিটারেচার সার্চ ' নামে পরিচিত। এই সব আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে, বিষয়টির ব্যপ্তি, এই ধরণের কাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি, এর প্রয়োজনীয়তা আর প্রমান করা হয়েছে নির্দৃষ্ট এই বিষয়টিতে গবেষণা আগে কখনো হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায় " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : গ্রন্থাগার ব্যবস্থা " - এ কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম, পরিষেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থদাতাদের নাম ও আনুসঙ্গিক তথ্য দুটি পর্বে ১৯০৬ থেকে ১৯৫৬ খ্রি. ও ১৯৫৭ থেকে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কোন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে কত ব্যক্তিগত সংগ্রহ রয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় " দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিশ্লেষণ, সূচিকরণ, সংরক্ষণ ও উৎসকথা " - এ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণ করে বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থের ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতা নির্ণয়ে বিচার্য বিষয় সমূহ (Criteria) নির্ধারন করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে আমরা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংজ্ঞা কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি (Redefine the Rare Book)। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচি তৈরীর জন্য সূচিকরণ প্রনালী ও সংক্ষিপ্ত নিয়মনীতি নির্ধারন করা হয়েছে যাতে করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে থাকা গ্রন্থগুলি সূচিকরণের কাজ সুষ্টভাবে শেষ করা যায়। এই অধ্যায়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ন বিশ্লেষণ হল বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথাগত ও ডিজিটাল সংরক্ষণ ও প্রচার।

চতুর্থ অধ্যায় হল " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থদাতাদের জীবনচরিত ও গ্রন্থসংগ্রহ বিশ্লেষণ "। এই অধ্যায়ে জীবনচর্চ্চার যেসব দিকগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি হল জন্ম, শিক্ষা, কর্মজীবন, অধ্যাপনা, গবেষণা, সাহিত্যকর্ম, রচনা, সৃষ্টি ও প্রয়াণ ইত্যাদি। বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থদাতাদের জীবনশৈলী, বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র, তাঁদের সারস্বত সাধনার তাৎপর্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাঁদের গ্রন্থপ্রেম, তাঁদের হাতে গড়া ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার কেমন ছিল, তিনি বা তাঁরা কি ধরণের ও কোন কোন গ্রন্থ ক্রয় করতেন, কখন কিভাবে পড়তেন, কিভাবে গ্রন্থগুলির যত্ন নিতেন ইত্যাদির বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কে বা কারা দান করেছেন বা কারা এনেছেন, কতগুলি গ্রন্থ এসেছে, বাকি গ্রন্থাদি কোথায় গেল, গ্রন্থগুলির বর্তমান অবস্থা কি, তা জানানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় হল " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ : গ্রন্থমিতিমূলক বিশ্লেষণ " যা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষায় বিবলিওমেট্রিক স্টাডি নামে পরিচিত। এই অধ্যায়ে গবেষণাধীন গ্রন্থগুলিকে সংগ্রহ নাম অনুযায়ী গ্রন্থের সংখ্যা, বিষয় অনুযায়ী প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা, দশক অনুযায়ী গ্রন্থের সংখ্যা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য নতুন জ্ঞান ও গবেষণার সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী দশক ধরে ধরে আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্লেষণগুলি হল – গ্রন্থদাতাদের সংগ্রহ সংখ্যা, সংগ্রহপ্রাপ্তির কাল, অবিভক্ত বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থের প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার ব্যবহার ও ব্যবহারকারীর সমীক্ষা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায় হল " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ : গবেষণার উপাদান "। এই অধ্যায়ে গবেষণায় উঠে আসা ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির উপর দৃষ্টিপাত করে গবেষণার উপাদানগুলি খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা হতে পারে তার দিকনির্দেশ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় হল " গবেষণার ফলাফল ও মন্তব্য "। এই অধ্যায়ে গবেষণায় উঠে আসা প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহনের মাধ্যমে ক্রমানুযায়ী ফলাফলগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় হল " দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের উন্নয়নের প্রস্তাব : সুপারিশ ও উপসংহার "। এই অধ্যায়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থবিভাগের উন্নয়ন ও উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচি ও সুচিন্তিত প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ অংশ হল " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসূচি "। সূচি প্রণয়ন ও বিন্যাসে বেশ কিছু নীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে। বিন্যাস, নির্বাচন ও গ্রন্থসূচি ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য সূচির শুরুর প্রথমে সূচি ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশিকা (Guide to user) নমুনা সহ দেওয়া হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে থাকা ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি নিদৃষ্ট বিষয় শিরোনামের (Broad Subject Heading) অধীনে বর্গানুক্রমিকভাবে ৩৫৫২ টি আখ্যার (Title) সূচি (বাংলা ভাষার ১৬৪ টি ও ইংরাজি ভাষার ৩৩৮৮ টি) আলাদা আলাদা ভাবে বিন্যাসিত হয়েছে। অনুসন্ধান করে যে সব গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা এই গ্রন্থপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একই গ্রন্থের একাধিক মুদ্রণ (কপি) বিভিন্ন সংগ্রহে থাকলে একটি মাত্র গ্রন্থের পরিগ্রহণ সংখ্যা দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রন্থাগারে গিয়ে গ্রন্থটিকে সনাক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ডাক সংখ্যার নিচে বন্ধনীর মধ্যে আর কোন সংগ্রহে গ্রন্থটি রয়েছে তার কালেকশন কোর্ড দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ থাকলে প্রথম ও শেষ সংস্করণের গ্রন্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিট কার্ড ও গ্রন্থসূচির নিয়মনীতি অনুযায়ী একাধিক খণ্ড (Vol. 1, Vol. 2 ...) বা ভাগের (part 1, Part 2 ...) গ্রন্থগুলি একটি সংলেখের অধীনে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে টীকাতে প্রতি খণ্ডের নাম ও পরিগ্রহণ সংখ্যার পাশে খণ্ড সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। এই অনুসন্ধান সুত্র ধরে উৎসাহী গবেষকগণ একই গ্রন্থের একাধিক মুদ্রণ, সংস্করণ ও একাধিক খন্ডের গ্রন্থগুলি গ্রন্থমঞ্চে পেয়ে যাবেন। সুতরাং একাধিক মুদ্রণ, সংস্করণ ও একাধিক খন্ডের হিসাব ধরলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য বাংলা (১৬৫ টি) ও ইংরাজি (৪৪০২ টি) ভাষার গ্রন্থের সংখ্যা ৪৫৬৭ টির অধিক। এই ৪৫৬৭ টি গ্রন্থের মধ্যে বাংলা ভাষার একাধিক খণ্ড হল ১ টি এবং ইংরাজি ভাষার একাধিক খণ্ডের সংখ্যা ১০১৪ টি। আমার হিসাব অনুযায়ী প্রাপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৬০০০ এর অধিক (সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয় ইত্যাদি ভাষার পরিগ্রহণ, সূচিকরণ ও কম্পিউটার ডাটাবেস না হওয়া গ্রন্থ নিয়ে)। সূচির শেষে দেওয়া হয়েছে আলাদা আলাদা বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থের গ্রন্থকার, আখ্যা ও বিষয় নির্ঘন্ট । সূচির শেষে গ্রন্থসংগ্রহগুলির সম্পূর্ণতা দান করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ থেকে পাওয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকার সূচিও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্টে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আখ্যাপৃষ্ঠার আলোকচিত্র, গ্রন্থের মধ্যে অলঙ্করণ, গ্রন্থ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার চিত্র, গ্রন্থদাতাদের ফোটোগ্রাফ, বুকপ্লেট, স্ট্যাম্প, গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দৃষ্ট প্রশ্নাবলী ও সাক্ষাৎকার তালিকা, কম্পিউটার ডাটাবেস ও সূচিকরণের জন্য মার্ক ২১ ডাটা ইনপুট শিট, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে থাকা ব্যক্তিগত ও বিশেষ সংগ্রহ, সচেতনতার জন্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অবহেলা, সংরক্ষণের অভাবের কিছু কিছু খণ্ডচিত্র দেওয়া হয়েছে। গবেষণাসন্দর্ভের শেষে দেওয়া হয়েছে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি বিস্তৃত তালিকা। আলাদাভাবে এটি দেওয়ার অর্থ, উৎসাহী পাঠক, গবেষকদের সামনে একনজরে পাঠপঞ্জির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

সাধারণ জ্ঞান পিপাসু পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, অধ্যায়গুলি সাজানো হয়েছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও রিসার্চ মেথডোলজির অনুশাসন মেনে। ফলে কোনো কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে, কোনো কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁদের কিছু প্রশ্ন বা বক্তব্য থাকলেও থাকতে পারে। এছাড়াও এই ধরণের কাজ প্রথম আমার কাছে কোনো মডেল নেই। এর জন্য আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৯ বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফল (Findings)

তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর সমগ্র গবেষণা কাজটি একনজরে বিচার বিবেচনা করার জন্য দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত এই চারটি অধ্যায়ের উপর দৃষ্টি রেখে গবেষণালব্ধ ফলগুলি সপ্তম অধ্যায়ে ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই গবেষণার ফলে উঠে এসেছে নতুন নতুন গবেষণার দিকনির্দেশ যা লেখা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

২০ গবেষণাপত্র রচনায় সিদ্ধান্তগ্রহণ

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও পরিবেশনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন সহ আই এস বি ডি - এর (এ এ সি আর ২ আর সংহিতা) নিয়ম নীতি ও রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেহেতু গ্রন্থসূচিটি এ এ সি আর ২ আর সংহিতার নিয়মানুযায়ী তৈরী করেছি সেজন্য সূচি ও তথ্যসূত্রের (রেফারেন্স) সামঞ্জস্য বজায়ের জন্য এই মানক ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যসূত্র/উল্লেখপঞ্জি ও সূচিতে অন্যান্য মানকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বিবরণের দুটি অঞ্চলের মধ্যে ড্যাস (-) বর্জন করে ফুলস্টপ দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় তথ্যসূত্র/উল্লেখপঞ্জি ও সূচি প্রনয়নের ক্ষেত্রে সংহিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ফুলস্টপ (.) ব্যবহার করা হয়েছে। দাঁড়ি এবং ফুলস্টপ দুটিই একই অর্থবহ। উপরন্তু ফুলস্টপ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। এটি সহজ, সরল, কম জায়গা লাগে, লিখতে সময় কম লাগে, দেখতে ভাল। সম্পাদিত, সঙ্কলিত, অনুদিত বা অনুলয় গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথমে সম্পাদক, সঙ্কলক বা অনুবাদক দিয়ে এনট্রি করে পাশে বাঁকা ছাঁদে যথাক্রমে সম্পা., সঙ্ক, অনু. (ইংরাজি গ্রন্থের জন্য ed., comp., tr.) ইত্যাদি লেখা হয়েছে। যে সমস্ত গ্রন্থ আখ্যা দিয়ে পরিচিত সেক্ষেত্রে আখ্যা শিরোনামে লিখে পরে সংস্করণের দায়িত্বে সম্পাদককে রাখা হয়েছে। একাধিক গ্রন্থকার থাকলে শিরোনামে প্রথম বা প্রধান গ্রন্থকার দিয়ে সংলেখ প্রস্তুত করা হয়েছে। আখ্যার দায়িত্বের স্থানে (SOR) গ্রন্থকারকে বা গ্রন্থকারদের পুনরায় লেখা হয়নি। যেহেতু এটা তথ্যসুত্র বা গ্রন্থপঞ্জি (গ্রন্থাগার সুচি নয়) তাই এ এ সি আর ২ আর সংহিতার খুঁটিনাটি নিয়ম বা সব ধরণের তথ্য দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যসুত্র প্রদানের দেশি বিদেশি (আই এস - ১৯৮৮, এ পি এ স্টাইল, চিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল, এম এল এ স্টাইল প্রভৃতি) মানকগুলি অসম্পূর্ণ। গবেষণাপত্র বা পত্রিকার রচনার ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরাজি ভাষার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাদির গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যসূত্র (রেফারেন্স) লিখনের নিয়মাবলি অসম্পূর্ণ ও অস্পটতা থাকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করে নিতে হয়েছে। সূচির বিষয় শিরোনাম (Broad heading) গঠনের ক্ষেত্রে সার্ব দশমিক বর্গিকরণের (UDC) নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে পরিবর্ধন করা হয়েছে। যে পদটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ (potential) সেটিকে আগা আনা হয়েছে (Canon of prepotence এর নীতি অনুযায়ী)। সূচি

তৈরিতে গৃহীত অনান্য সিদ্ধান্তগুলি (Cataloguing Decision) জানতে চতুর্থ অংশে 'ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা ও সূচিকরণ সিদ্ধান্ত সারণি' অংশটি দেখুন। সমগ্র গবেষণাপত্রটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'আকাদেমি বাংলা বানান অভিধান' (৭ম সং, ২০১১) অনুসৃত বানাননীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে গ্রন্থে প্রকাশিত গ্রন্থনাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত গবেষণা প্রস্তাবের আখ্যা অনুযায়ী প্রচ্ছদ ও আখ্যা পৃষ্ঠায় 'সূচী' বানান রাখা হয়েছে, বাকী সব জায়গায় বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান অনুযায়ী 'সূচি' করা হয়েছে। অসাবধানতাবশতঃ গ্রন্থসূচিতে কিছু গ্রন্থ ও তথ্য বাদ গিয়ে থাকতে পারে, তবে তার পরিমান ও গুরুত্ব খুবই সামান্য। একথা সর্বজনগ্রাহ্য যে সকল গ্রন্থপঞ্জিই অসম্পুর্ণ। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

২১ উপসংহার

এই গবেষণার পাণ্ডুলিপি তৈরী করবার সময় বহু শ্লোক মনে পড়ছে। অবশ্য ছোটবেলা থেকে সবই আমার বাবার কাছ থেকে শোনা। মহাকবি কালিদাস তার 'রঘুবংশম' কাব্যে নিজেকে কত ক্ষুদ্র দেখিয়েছেন, তাঁর কত বিনয়, তার প্রমান পাই –

অথবা কৃতবাক্ দ্বারে, বংশে অস্মিন পূর্বসুরিভিঃ
মনৌ বর্জ সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ।

অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব পণ্ডিত সুরিগন সবই করে রেখেছেন - মনি রত্নে গর্ত করাই আছে, আমি শুধু সুতো দিয়ে গেঁথে গেঁথে মালা তৈরী করেছি মাত্র। এই গবেষণায় আমার কাজও তাই। এই গবেষণার প্রথম ধাপের কাজ শেষ করার একটু বিলম্ব হবার কারণ একটাই, ডক্টরেট থিসিসের জন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর নিদির্ষ্ট ধারায় অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন না করে সম্পূর্ণ উনিশ শতক জুড়ে বাংলা, ইংরাজি ভাষার জ্ঞানরাজ্যের সকল বিষয়ের উপর গবেষণার কাজ করেছি। এর সঙ্গে যোগ করেছি বেশ কিছু সংস্কৃত, ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ। এই ধরণের ইন্টারডিসিপ্লিনারি ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় লেগে যায়। অন্য একটা কারণ, কর্মজীবনের ব্যস্ততা ও স্বর্গীয় গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পড়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে, এর ফলে ভাবনাটাই হয়েছে বেশি আর লেখার কাজটা হয়েছে কম। পরিশেষে বলি, গবেষণায় উঠে আসা রচনা, গ্রন্থসূচি ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারিকদের কাজে লাগলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

তথ্যসূত্র

১ বইবিষয়. *দেখুন* অরুণ ঘোষ, *সম্পা.* বই যথা : নির্বাচিত রচনা-সংকলন. কলকাতা : অবভাস, ২০১২. পৃ. ১৫৪

২ প্রমথ চৌধুরী. গ্রন্থাগার. *দেখুন* অসিতাভ দাস, *সঙ্ক.* কালের প্রহরী. কলকাতা : রিডার্স সার্ভিস, ২০০৫. পৃ. ১৬

৩ রামচরণ নাথ. পাঠাগার ও শিক্ষা. *দেখুন* অসিতাভ দাস, *সঙ্ক.* কালের প্রহরী. কলকাতা : রিডার্স সার্ভিস, ২০০৫. পৃ. ৯৬

৪ অরুণ মুখোপাধ্যায়. এই বাংলার শতায়ু গ্রন্থাগার. কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৩. পৃ. ৪৩